প্রথম আলো

তারিখ ... 08 FEB 2005

কারমাইকেল কলেজের সমস্যা

সমাধানে নজর দেওয়া জরুরি

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রংপুর কারমাইকেল কলেজ নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে। উত্তরবঙ্গের জন্য প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র আলোকিত উত্তর-এ গত বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কে যে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে, তাতে কলেজটির এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯১৬ সালে তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের হাতে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটির নিজস্ব ভূসম্পত্তির পরিমাণ বিরাট—৮১০ বিঘা। কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নেই। প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর এই কলেজে শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন ৫০টি, কিন্তু বর্তমানে রয়েছে তার অর্ধেক, মাত্র ২৫টি। আর শ্রেণীকক্ষগুলো ছোট বলে সেখানে সব শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান হয়। কোনো কোনো ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০র বেশি। শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার জন্য চালু করতে হয়েছে পাঠদানের দুটো শিফট। দুই শিফটে পাঠদানে শিক্ষকদের ওপর চাপ পড়ে, আর দূরের শিক্ষার্থীদের সকালে ক্লাসে আসতে সমস্যা হয়। সবচেয়ে প্রকট সমস্যা টয়লেটের, যার জন্য দুর্দশায় পড়তে হয় ছাত্রীদের, কারণ ছাত্রীদের জন্য একাডেমিক ভবনে পৃথক টয়লেট নেই। ১ নম্বর ভবনে তো আদৌ কোনো টয়লেটই নেই। মাঠের মাঝখানে একটি পাবলিক টয়লেট করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে মেয়েদের জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা নেই। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত মেয়েদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়, অন্ততপক্ষে এ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কারমাইকেল কলেজের মতো একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে ছাত্রীর সংখ্যা কয়েক হাজার, সেখানে মেয়েদের টয়লেটের প্রয়োজনীয়তা এমন অবহেলিত কেন তা ভেবে বিস্ময় জাগে।

ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের অবস্থাও বড়ই করুণ। ধারণক্ষমতা তিনগুণেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে গাদাগাদি করে বাস করতে হয়। ছাত্রীনিবাসগুলোতে একেকটি রুমে থাকেন ৮ জন করে ছাত্রী। এ তো প্রায় মানবেতর এক অবস্থা, এ অবস্থার মধ্যে মন দিয়ে পড়াশোনা করা কতটা সম্ভব?

পরিবহন সমস্যাও কম নয়। দুটি মাত্র বাস আছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় পরিবহন খাতের জন্য ফি নেওয়া হয়, কিন্তু পরিবহন সেবা তারা পায় না। স্বাস্থ্য ফিও আদায় করা হয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর বড় বিস্ময়ের কথা, এমন ঐতিহ্যবাহী কলেজে গ্রন্থাগার নেই!

কলেজটির দিকে নজর দেওয়া জরুরি প্রয়োজন। সাড়ে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাদীক্ষা চলছে যে কলেজে, তা এমন হেলাফেলায় চলতে পারে না। উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।